বিশিষ্ট চিত্রনায়ক মি. ইলিয়াস কাঞ্চনের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ

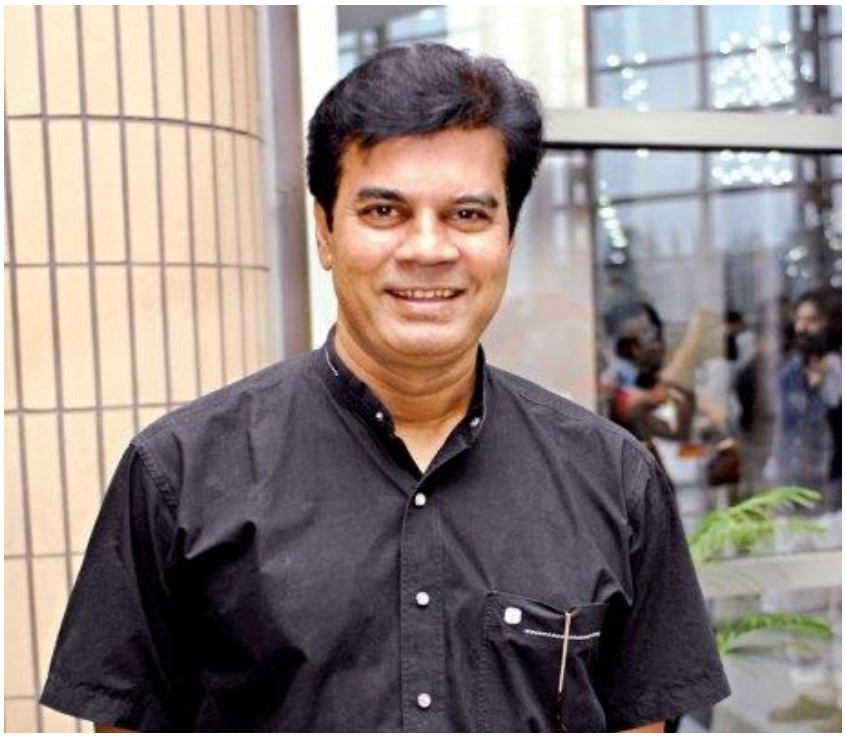

মি. ইলিয়াস কাঞ্চন অভিনীত ছায়াছবি আমাদের খুব একটা দেখা হয়নি। তবে দেশের পৃন্ট এবং ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় প্রচারিত বিভিন্ন আর্টিকেল, নিবন্ধ এবং অনুষ্ঠানের কল্যাণে আমরা জানি তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একজন দিকপাল। তবে চলচ্চিত্রে অংশ নেয়া ছাড়াও সমাজের একজন হিসাবে তিনি যে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন তার নের্তৃত্বে পরিচালিত **'নিরাপদ সড়ক চাই'** আন্দোলনের মাধ্যমে।

বিগত দুই দশক থেকে তিনি এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে। তার এই উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে কিংবা তার এই আন্দোলনের কারণে সড়কে দুর্ঘটনা কমেছে কিনা, সেই ব্যাপারে ভাল বিতর্ক হতে পারে, তবে আমাদের কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে এটাই যে এতো ব্যর্থতার পরও তিনি তার হাল ছেড়ে দেননি। মানুষ শুনছে না, তাতে কি; আমাকে তো আমার কাজ করতে হবে – হয়তো এটাই মি. ইলিয়াস কাঞ্চনের উদ্যমের মুল চালিকাশক্তি।

সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে আমাদের সচেতনতা সৃষ্টি হয় ২০১০ সালে যানজট বিষয়ে গবেষণাটি করতে গিয়ে। আমরা দেখতে পাই **কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা** বা **এসটিপি** নামক যে ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে ঢাকা শহরের পরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিকভাবে সাজানোর জন্য, তার বিভিন্ন চ্যাপ্টারে সড়ক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সচেতনতার বিষয়টি জোরালোভাবে এসেছে। তাই আমরাও আমাদের পেপারের একটি অংশে সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়টি এনেছি।

তবে আমাদের মনে সবসময় এই অনুভূতি ছিল যে এসটিপি'তে যে বিষয়টির ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে ২০০৬ সালে, সেই একই বিষয়ে মি. ইলিয়াস কাঞ্চন কথা বলছেন তারও প্রায় দেড়যুগ আগ থেকে। তাই ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে মি. ইলিয়াস কাঞ্চনকে তার আন্দোলন বেগবান করার জন্য সমর্থন জানাতে হবে, এই বিষয়ে আমাদের অনুভূতি কাজ করছিল ২০১০ সাল থেকেই। আজকের এই বিবৃতি সেই অনুভূতিরই প্রকাশ মাত্র।

আমাদের মত আরো অনেকেই এখন সড়ক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার। তবে আমাদের সবার সাথে মি. ইলিয়াস কাঞ্চনের পার্থক্য হল আমরা কেউই কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের নিকটজনকে হারাইনি। এখানেই মি. ইলিয়াস কাঞ্চন ব্যতিক্রম। আমরা সবাই জানি যে আজ থেকে প্রায় দুই যুগ আগে মি. কাঞ্চন এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়েছেন। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা কেমন তা আমরা জানি না। কিন্তু মি. কাঞ্চন এই বেদনা উপলব্ধি করেছেন মর্মে মর্মে। এবং সেই অনুভূতি থেকেই সড়ক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে তার সামাজিক আন্দোলনের শুরু।

মি. ইলিয়াস কাঞ্চনের আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে, দেশের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দলের কাছেই মি. ইলিয়াস কাঞ্চনের এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। রাজনৈতিক দলের নের্তৃবৃন্দ তার কথা হয়তো খুব বেশি আমলে নেননি, কিন্তু তারা তাকে কখনোই হুমকি হিসাবে মনে করেননি বলে আমাদের বিশ্বাস।

এর কারণ মি. ইলিয়াস কাঞ্চন তার দীর্ঘদিনের পরিচালিত আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দলের নের্তৃবৃন্দকে অন্তত এই সিগন্যালটি দিতে সক্ষম হয়েছেন যে তিনি সড়ক দুর্ঘটনার ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে আর যাই হোক কোন প্রকার রাজনীতি চান না। তাই তিনি রাজনৈতিক নের্তৃত্বের শত্রু নন, বরং বন্ধু।

আমরা তার এই এপ্রোচের সমর্থন করি।

তবে আমরা মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে তার আন্দোলনের ব্যাপ্তি আরো বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি তার আন্দোলনকে আরো বেশি গবেষণা নির্ভর করার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে দেশের ইলেকট্রোনিক মিডিয়াতে তিনি সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারেন। সেই অনুষ্ঠানে থাকতে পারে সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে রিপোর্টিং, নীতিনির্ধারকদের সাক্ষাৎকার, সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি, সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর জন্য বিদেশে অনুসৃত বিভিন্ন কৌশলের বিবরণ, ইত্যাদি।

এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান দেশের শীর্ষ ইলেকট্রোনিক মিডিয়াতে প্রচারিত হলে এই বিষয়ে সচেতনতা আরো অনেক বাড়বে বলে আমরা মনে করি।

মি. ইলিয়াস কাঞ্চন সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলন করে ২২ অক্টোবরকে **"জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস"** হিসাবে পালন করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি এই দাবি এর আগেও একাধিকবার করেছেন এবং তা সরকারি মহলেও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এই দিবসটি নির্ধারণের ব্যাপারে জনমত জরিপ চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এই বিষয়ে একাধিক দিবসেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস নির্বাচন করার জন্য যে কোন জনমত জরিপ হতেই পারে। সরকার চাইলে কোন একটি বিশেষ দিবসকে নির্বাচন করার জন্য প্রচার প্রচারণাও চালাতে পারে। তবে এই ধরনের জনমত জরিপের ফলাফল যাই হোক না কেন, আমরা চাই সরকার যেন মি. ইলিয়াস কাঞ্চনের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে ২২ অক্টোবরকে **জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস** হিসাবে ঘোষণা করে এবং তা সরকারি গেজেটে অন্তর্ভুক্ত করে। এই দাবির বাস্তবায়ন হলে পরবর্তীতে এই দিবসটিকে একটি আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে পালনেরও সুযোগ আসতে পারে।

আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট
ডিসেম্বর ৩, ২০১২

ছবিসূত্রঃ ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত।